Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৷৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ৷০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 5th Aug, 1953 { ১২শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

অবহেলিত জনমত

—০—

যে দেশে শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী নিরক্ষর, সে দেশের মোড়ল হওয়া খুব নিরাপদ। ৮৫ জন বাদে যে ১৫ জন আক্ষরিক বা স্বল্পাক্ষরিক আছে, তাহারা কি করিতে পারে? ৮৫ জন যদি একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে ভাঁওতায় পড়িয়া ভোট দেয়, তাহা হইলে ১৫ জনে তো ঠেকাইতে পারে না। দেশে গণতন্ত্র চালু হইবার পরও একের জুলুমতন্ত্র বা ডাণ্ডাতন্ত্র বেশ চলিতেছে। আজ ছয় বৎসর হইতে চলিল, দেশ ইংরাজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া তথাকথিত স্বাধীনতা পাইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ আমলে যে অবস্থায় লোকে দিনপাত করিত, তাহা অপেক্ষা কত নিকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। পশ্চিম বাঙলার কথাটাই ধরুন। স্বাধীনতার আগে হইতেই পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হইলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনিও নিরস্ত্র জনগণের উপর পুলিশ লেলাইয়া দিয়া গান্ধিজীর অহিংস নীতির আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে কসুর করেন নাই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন গদী পাইলেন, তিনি চিকিৎসক ডাক্তার হইয়াও অচিকিৎসক ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসনকে মানিয়া এই অন্নের কাঙাল দেশে গুলি চালাইয়া নারী হত্যা এমন কি শিশু হত্যা করিতে একটুও দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার যে কোনও খেয়াল এই নির্জীবের দেশে অতৃপ্ত থাকে নাই। তিনি তো যাহা মনে করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে, তাছাড়া তাঁহার যে কোন আশ্রিত বা পেয়ারা লোকের অবাধ লুণ্ঠনে বাধা দেয় এমন লোকও কেহ যেন এদেশে জন্মে নাই।

যে সমস্ত বামপন্থী নেতা দেশে আছেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব দলের প্রাধান্যলাভ করিবার জন্য পরস্পর মিলিবার প্রবৃত্তি আনিতে পারেন নাই। পরার্থের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, বাহ্যিক এই প্রচার করিলেও মনের মধ্যে হইতে স্বার্থ উঁকি ঝুঁকি মারে। গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াও মতলব ধরা পড়িয়া যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি—স্বাধীন পশ্চিম বাঙলায় কলিকাতা সহরে কোতোয়াল (পুলিশ কমিশনার) মনোনয়ন করিবার সময় বর্ত্তমান বামপন্থী জনৈক নেতা তখনকার দহরম মহরমওয়ালার মধ্যে অন্যতম ছিলেন। যে পুলিশ ইংরাজ আমলে মেদিনীপুরে নির্ম্মমভাবে কংগ্রেসী ঠেঙাইয়া নানা অত্যাচারে দেশে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন, এই বামপন্থী নেতার (সেকালে রাজশক্তিসম্পন্ন) তিনি স্নেহের পাত্র স্বজন বলিয়া, বহু সুযোগ্য লোকের আশায় ছাই দিয়া, এই পদ প্রাপ্ত হইলেন। ডাক্তার রায়কেও সেই কোতোয়ালের অনেক অপকর্ম্মাদি ঢাকিয়া ইজ্জৎ রক্ষা করিতে ও চাকরী বজায় রাখিবার জন্য কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আজ এই বামপন্থী নেতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিই—"সে পাপ রয়েছে জমা—ভাবিয়া দেখুন বিশ্ব-বিধাতা করেন নাই তা ক্ষমা।" সেদিনের অবহেলিত জনমতের আশ্রয় লইয়া আজ আবার নেতৃত্বলাভ হইয়াছে। জনমতের জয় আজ নিজের জয় সূচনা করিতেছে।

সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারগণের ভাগ্যে যে লাঞ্ছনা ও প্রহার হইয়াছে তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল—একথা বলা চলে না, তবে তর্কের খাতিরে বলা যায় না এমন যেন কেহ মনে না করেন। রিপোর্টারগণ তাঁহাদের মুনিব কাগজওয়ালাদের জন্য যে সংবাদ প্রকৃত তাহাই বহন করিয়া লইবার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রের মত বিপদসঙ্কুল স্থানে যাইতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা ইহা বেশ জানেন—যে সব খবর তাঁহারা লইয়া আসেন, তাহা মালিক বিজ্ঞাপনের আয় ইত্যাদি যে সব খবরে ব্যাহত হইবে, তাহা বাছিয়া বাছিয়া বাদ এবং স্থান বিশেষে জনমতকে ঢাকা চাপা দিয়া তবে প্রকাশ করেন। মালিক মহাশয়েরা তো এ সব মার দাঙ্গার স্থানে যাইবার দুর্ভাগ্য করেন নাই, টাকা দিয়া রিপোর্টারদের প্রাণ বাঁধা রাখিয়াছেন। কাজেই মালিকদের প্রাপ্য কর্ম্মফল বেতনভোগী নিরীহ বেচারীদের মারফৎ দিয়া বিধাতা বুঝাইয়া দিয়াছেন—খোস জিনিসটা আনন্দদায়ক, আমোদ জিনিসও বেশ, কিন্তু এক সঙ্গে খোসামোদ ঘৃণিত জিনিস। জানিনা, কর্ত্তাদের যাঁহার যাঁহার এই প্রবৃত্তি আছে আপনাদের দুঃখ দেখিয়া তাহার নিবৃত্তি হইবে কিনা।

বার্ত্তাজীবিগণের আর এক সান্ত্বনা আছে। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায়ের মামাতো না পিসতুতো ভাই এর ছেলে—নাম শ্রীঅমরনাথ ঘোষ (২৩নং জহুরা বাজার, কসবা) ১৮ই জুলাই এর সহর সংস্করণ দৈনিক বসুমতীতে নিজের লাঞ্ছনার কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সব দুঃখ দূরে যায়। অমরনাথ ডাক্তার রায়ের নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ডেভেলপ্‌মেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রিজের এক নগন্য কর্ম্মচারী, এবং ১৩৫নং প্রিন্সেপ ষ্ট্রীটে আপিস, মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় তাঁহার পূজনীয় আত্মীয় এ পরিচয় দিয়াও নিস্তার পান নাই। স্বয়ং শিব যাঁহার পিতা, দুর্গা যাঁহার মাতা সেই গণেশকে স্বমুণ্ডহীন হইয়া করিমুণ্ডধারী হইতে হইয়াছে।

সবার উপরে সান্ত্বনা—ডাক্তার রায় ইউরোপ হইতে তাঁহার রাজধানীতে ফিরিয়া তাঁহার আরব্ধ এবং প্রফুল্ল-কালীপদ কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত (?) সমস্ত কার্য্যের দোষ নিজের স্কন্ধে লইয়া বলিয়াছেন শাসনকার্য্যে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। মহাত্মা গান্ধীও ভুল করিতেন।

মহাত্মা গান্ধী যে ভুল করিতেন তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন—"আই হ্যাভ কমিটেড হিমালয়ান ব্লাণ্ডার" আমি হিমালয়ের মত প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছি।" ডাক্তার রায় ইহার আগে (১) গভীর সমুদ্রের মাছ (২) হরিণঘাটার দুধ (৩) মাটির তলায় রেল (৪) ষ্টেট বাসের পরিচালনা (৫) বৌবাজারে রাজ্যের ভীতি রমণী-নিধন (৬) কুচবিহারে শিশুহত্যা (৭) নিজের প্যাড অন্যকে জটাধারী বাবুকে চিঠি লিখিবায় সুযোগ দিবার অসাবধানতা ইত্যাদি কখনও কোন ভুল করেন নাই। এইবার মাত্র হিমালয়ান ভুলকে ডিঙ্গাইয়া গান্ধিজীর তুলনা দিতে অধিকারী হইয়াছেন। হিমালয় পরাজিত হইয়াছে

হাণ্টের নেতৃত্বে তেনজিং ও হিলারীর কাছে। ডাক্তার রায়ের নেতৃত্বে (১) কালী (২) প্রফুল্ল হিমালয়ান ভুলকে পরাজয় মানিতে বাধ্য করিল। এ ব্যাপারে ডাঃ রায়ের সহযোগিদের কে তেনজিং এবং কে হিলারীর সমতুল্য পাঠক ঠিক করুন।

জঙ্গীপুর রাষ্ট্রভাষা শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রমাণপত্র বিতরণ উৎসব

গত ২রা আগষ্ট রবিবার বেলা ২টার সময় জঙ্গীপুর কলেজ প্রাঙ্গণে মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধ-কুমার ঘোষ, আই. এ. এস. মহোদয়ের পৌরোহিত্যে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জঙ্গীপুর মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

নোটিশ

জন-সাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক ৬ জনের অতিরিক্ত যাত্রীবাহী যানবাহনে (ট্রাম বা মটরগাড়ী) ধূমপান নিবারক আইন পাস হইয়াছে এবং ১৯৫৩ সালের ১লা জুলাই হইতে এই আইন বলবৎ হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে ঐ আইন অনুযায়ী সমস্ত যাত্রীবাহী বাসে (ছয় জনের অতিরিক্ত যাত্রীবাহী) ধূমপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

উক্ত আইনের বিধান অনুসারে কেহ যান-বাহনের (ট্রাম বা মটরগাড়ী বা বাস) মধ্যে ধূমপান করিলে এবং বাস-কণ্ডাক্টরের নিষেধ সত্বেও তাহা অমান্য করিলে কণ্ডাক্টর বাস থামাইয়া পুলিসকে জানাইবেন এবং পুলিস অফিসারকে তাহার নাম ও ঠিকানা দিতে অস্বীকার করিলে বা আবশ্যকবোধে পুলিস অফিসারের সঙ্গে থানায় যাইতে অস্বীকার করিলে তিনি তাহাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন এবং এই অপরাধের জন্য ২০৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। বিস্তারিত বিবরণ, থানা, ফৌজদারী কোর্ট, মুন্সেফ কোর্ট, মিউনিসিপাল অফিস ও পোষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এস, কে, ঘোষ,
মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই আগষ্ট ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

২৬৮ থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং খোসজান মণ্ডল দিং দাবি ৩২৷৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে মাঠখাগড়া ১১০ শতকের কাত ৩৸০ আঃ ১০৲ খং ৬২৮

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১১৯ থাং ডিঃ নশীপুর রাজ ওয়ার্ডস্ এষ্টেট দেং এসাহাক বিশ্বাস দিং দাবি ৪৫৷৵৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ফুলন্দর ৩-২৩ শতকের কাত ১৵৩ আঃ ৪০৲ খং ১৭

১৪৯ থাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং বিলাতালী সেখ দিং দাবি ২৪৷৵৩ থানা সমসের-গঞ্জ মৌজে দোগাছি ৫৩ শতকের কাত ২৷৵৬ আঃ ১০৲ খং ১২১৭

১৫০ থাং ডিঃ ঐ দেং ধরণীধর সরকার দিং দাবি ২২৷৵৬ থানা ঐ মৌজে ভাসাই পাইকর ১৭ শত-কের কাত ২।০ আঃ ১০৲ খং ৩২৬

১৫১ থাং ডিঃ ঐ দেং সিদ্দক সেখ দাবি ১৯৷০ মৌজাদি ঐ ৫৩ শতকের কাত ২৸৬ আঃ ১০৲ খং ২১৮

১৪২ থাং ডিঃ কমন ম্যানেজার রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচী দেং নরেন্দ্রনাথ সাহা দাবি ৩১।৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাঞ্চনপুর ১-৮৭ শতকের কাত ৮।০ আঃ ১০৲ খং ২৬৬

১৪৪ থাং ডিঃ ঐ দেং হরিপদ সাহা দিং দাবি ৩৯৷০ থানা ঐ মৌজে চাঁদপাড়া ১-২১ শতকের কাত ৫৵০ আঃ ১৫৲ খং ৭৪৩

১৪৬ থাং ডিঃ ঐ দেং কলিম মোল্লা দিং দাবি ১২৷৵০ মৌজাদি ঐ ২৪ শতকের কাত ৷৵১২৷ আঃ ১০৲ খং ৫৩৬

১৪৮ থাং ডিঃ ঐ দেং মৌঃ নুরমহম্মদ দিং দাবি ৩৩৷৵৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে বড়গড়া ৯৩ শত-কের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ খং ৩২১

৯৬ থাং ডিঃ নলিনীকুমার চৌধুরী দিং দেং বিষ্ণু বাসিনী মালিনী দাবি ১২।৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৵২ কাঠার কাত ৷৵০ আঃ ৫৲ খং ১৮৮

৯৭ থাং ডিঃ ঐ দেং একড়ি স্বর্ণকার দিং দাবি ১৪৷০ থানা ঐ মৌজে মোড়গ্রাম ৭ শতকের কাত ১৸৬ আঃ ৫৲ খং ৭৮২

১৩২ থাং ডিঃ অনিলকুমার ঘোষ মজুমদার দিং দেং হেমলতা চৌধুরাণী দাবি ৩৯২।৵৯ থানা সম সের-গঞ্জ তৌজি নং ১১১ জমিদারের খং ৪নং এর অধীন মহিষাস্থলী মৌজায় ৫নং খতিয়ানভুক্ত উক্ত মৌজা ভিন্ন ৮৪নং কোহতপুর মৌজায় ৩৩নং খতিয়ান ৮৫ নং মৌজায় জয়কৃষ্ণপুর ১২২নং খতিয়ান ৭৯নং বলবলপাড়া মৌজায় ৬নং খতিয়ান ও অন্যান্য কিঃ ভবানীবাটী কিঃ আলমসাহি কিঃ চকসাপুর কিঃ বিল লক্ষ্মীজোলা একুনে ৮টী মৌজায় দরপত্তনী স্বত্ব জমা ১৩৫৸৵০ আঃ ৩০০৲

৯৩ থাং ডিঃ শোভেন্দ্রনাথ মজুমদার দেং একদার সেখ দাবি ৩২৵০ থানা ফরাক্কা মৌজে কামাত আকুরা ৬৩ শতকের কাত ৪৵১০ আঃ ১০৲ খং ১৫০৪

৩ মনি ডিঃ ইউনুস সেখ দেং শ্যামাপদ গোস্বামী দিং দাবি ৬৪।৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাঁচিয়া বিষ্ণুডাঙ্গা ৭-২৪ শতকের কাত আঃ ৫৫০৲ খং ২৭০

১২ মনি ডিঃ সাবেদ আলী মোল্লা দেং জবেদ আলী মোল্লা দাবি ১০১।৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে বেলইপাড়া ৮৩ শতক মধ্যে ২৪ শতকের কাত ।০ আনা আঃ ২০৲ খং ২৪৬ রায়ত স্থিতিবান।

১৪ অন্য ডিঃ যোগীন্দ্রনারায়ণ সেন গুপ্ত দিং দেং ব্যোমকেশ দত্ত দাবি ৩৯৵০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে নপাড়া ১-১৭ শতকের কাত ৬৷০ আঃ ৯০৲ খং ৪০

অপেরীণ

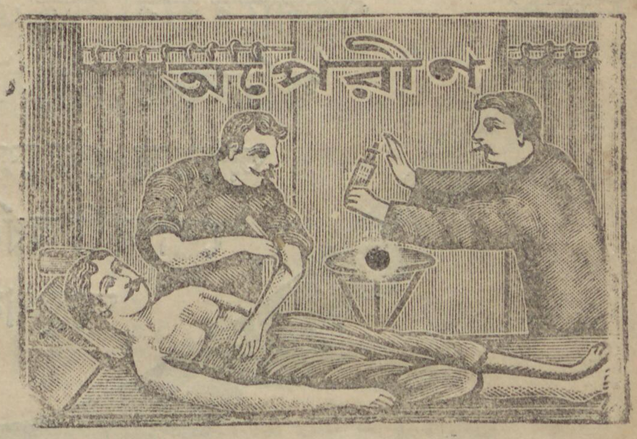

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কল্‌কাতা) ঠিকা
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।